পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী

২০১৮ জানুয়ারি-মার্চ মাঘ-চৈত্র ১৪২৪

সূচি

সম-অধিকার, মানবমর্যাদা উন্নয়নের প্রত্যয়ে বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন	০১
CECD-এর সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা	০২
নৈতিকতা ও সুশাসন শীর্ষক বক্তৃতা	০২
মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণে সাফল্য উদ্‌যাপন	০২
প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর	০২
বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন	০৩
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	০৩
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০৪
BEFTN পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণে চুক্তি স্বাক্ষর	০৪
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে মতবিনিময়	০৫
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি অ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	০৫
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	০৬
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	০৭
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন	০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	০৮
ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম	১০
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১০
গবেষণা কার্যক্রম	১০
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	১১
গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন শীর্ষক সেমিনার	১২
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩
ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্রকল্পের অগ্রগতি	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
হাওরবাসীদের উন্নয়নে অনুষ্ঠিত সম্মেলন	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েব : www.pksf-bd.org
www.facebook.com/pksf.org

সম-অধিকার, মানবমর্যাদা উন্নয়নের প্রত্যয়ে বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন

'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবনধারা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে **আন্তর্জাতিক নারী দিবস** উপলক্ষে ২৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করে পিকেএসএফ। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট তারানা হালিম, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ জিল্লার রহমান, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)**-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ শহিদ-উজ-জামান এবং আলোচনা করেন **উইমেন ফর উইমেন**-এর প্রেসিডেন্ট ও **বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ**-এর নির্বাহী পরিচালক ড. নিলুফার বানু।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্যে এদেশের মুক্তিসংগ্রামে নারীদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা চর্চার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। গর্ভবতী মা ও কন্যাশিশু থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধা পর্যন্ত সব বয়সের নারীদের কল্যাণে গৃহীত পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি সকলকে অবহিত করেন।

মূল প্রবন্ধে নারী উন্নয়নের পটভূমি ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের নারী উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন ড. মোঃ শহিদ-উজ-জামান। তিনি জানান, কাউকে উন্নয়নের বাইরে রেখে নয় বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণে পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করে যাচ্ছে তার সংস্থা **ইএসডিও**।

সম্মানিত অতিথি জনাব সেলিনা হোসেন বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান ও নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্র তৈরিতে পুরুষদের দায়িত্ব রয়েছে। নারী বা পুরুষ এককভাবে নয় বরং যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বর্তমান সরকারের আমলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নারীদের সরব ও সফল অবস্থানের দিকে আলোকপাত করে বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ জিল্লার রহমান বলেন, নারী বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নারীদের বিষয়টি উঠে আসা জরুরি।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং বাংলাদেশকে উন্নত দেশের সারিতে নিয়ে যাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীদের একটি বৃহৎ কর্মশক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নারী অধিকার আদায়ে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের অবদানের স্বীকৃতিদানের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন তিনি। এক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নিগৃহীত নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসনে তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সম-মর্যাদা প্রাপ্য। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও রূপকল্প ২০২১-এ যে মানব মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, সেই চেতনার আলোকেই পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি সাজানো হয়েছে। সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নারী কর্মকর্তা এবং পিকেএসএফ-এর নারী চাকুরেসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দেশে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন ২০টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

CECD-এর সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা

ভিয়েতনামের Center for Education and Community Development (CECD)-এর সাংস্কৃতিক দল বিগত ৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এই পরিবেশনার মাধ্যমে তারা ভিয়েতনামের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

CECD-এর নির্বাহী পরিচালক মিজ পাম থি হং-এর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক দলটি ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ত্রান দাই কুয়াং-এর তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষে বাংলাদেশে আসেন।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বর্ণিল এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে CECD সাংস্কৃতিক দলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়। তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজনের ফলে দেশের মানুষের অন্যদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়, যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভিয়েতনামের সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ দেয়ার জন্য পিকেএসএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান CECD-এর নির্বাহী পরিচালক মিজ পাম থি হং। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে নিয়মিত সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে তা উভয় দেশের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োজনে পরামর্শ ও কারিগরি সেবা প্রদান করে CECD। এই দুই সংস্থার মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বর্তমানে চলমান। সাতক্ষীরার শ্যামনগরে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে দেশের প্রথম কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপনে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে ভিয়েতনামের এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান।

নৈতিকতা ও সুশাসন শীর্ষক বক্তৃতা

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর মূল কাঠামোভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের উদ্দেশ্যে **নৈতিকতা ও সুশাসন** শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতায় তিনি পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমসমূহকে অধিকতর মানবকেন্দ্রিক, গতিশীল ও কার্যকর করতে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণে সাফল্য উদ্‌যাপন

প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের সাফল্য উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিগত ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে জাতীয়ভাবে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে পিকেএসএফ। ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর নেতৃত্বে ৫০ জন কর্মকর্তার একটি দল এতে অংশ নেয়।

প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকার শ্যামলীতে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব জমিতে ১৩ তলা বিশিষ্ট **পিকেএসএফ প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র** নির্মাণের জন্য কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড-এর সাথে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও কনকর্ড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহরিয়ার কামাল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিমসহ প্রতিষ্ঠান দু'টির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য Nature for Water-কে সামনে রেখে পিকেএসএফ ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্‌থ যৌথভাবে ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে Exploring Nature-based Solutions to Water Challenges in Bangladesh শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করে।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি। তিনি বাংলাদেশের পানি সমস্যা সমাধানের জন্য নীতি-নির্ধারক, সিভিল সোসাইটি ও জনগণের সমন্বিত পরিকল্পনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

মূল প্রবন্ধে বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আশরাফ আলী বলেন, শিল্পায়ন, গৃহস্থালী ও কৃষিভিত্তিক উৎসসমূহ থেকে ব্যাপক মাত্রায় নির্গত দূষণের ফলে সৃষ্ট পানি স্বল্পতা মোকাবেলায় প্রকৃতিনির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গ্রীন ইকো রুফ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও রিচার্জ, গ্রীন স্ট্রিট, বায়ো রিটেনশন এ্যান্ড ইনফিলট্রেশন, ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি প্রকৃতি-নির্ভর সমাধানের ওপর গবেষণা ও প্রচারণা পরিচালনার ওপর জোর দিতে হবে।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, পানির দূষণ সমস্যায় আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করে পানির ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে

পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সকলকে স্বাগত জানান এবং এনজিও ফোরাম-এর নির্বাহী পরিচালক এস.এম.এ. রশীদ সূচনা বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বিত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও এলাকাভিত্তিক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

বন্যা-অভিযোজন বিষয়ে কর্মশালা

০৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আওতায় Community-based Adaptation for the Flood-prone Areas of Bangladesh শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রণয়নে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. কাজী আনোয়ারুল হক। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন প্রকল্প প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় প্রস্তাবিত প্রকল্প বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও বাংলাদেশের স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় গঠিত Green Climate Fund গত বছরের অক্টোবর মাসে পিকেএসএফ-কে National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বায়ো-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালা

গত ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট এবং কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট যৌথভাবে বায়ো-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক একটি কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং সূচনা বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ।

মূল উপস্থাপনায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট-এর পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বায়ো-বর্জ্যের সংজ্ঞা, উপাদান, ব্যবহার, উপকারিতা, বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য সমাধানের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে **দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বা 'সমৃদ্ধি'** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার ২০০টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ৭১,৩৭৬টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি, ১৪,২৩২টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ৪,১২৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ১৫০টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম: ২০০টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬২,৯৬১ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ১৭৯টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৭৬৫টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ: গত প্রান্তিকে ১,২২৭টি কেন্দ্রে ৩,৩৭২টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ১২৭টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম: চলতি অর্থবছরে সমৃদ্ধি-এর আওতায় তিন ধরনের ঋণখাতে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৪০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ৮৯.৬৭ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সহযোগী সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারী পর্যায়ে এই কর্মসূচির আওতায় মাঠ-পর্যায়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মার্চ ২০১৮ মাসে ২৭.১৫ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট ৮৪১.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে সমৃদ্ধি কেন্দ্রের সাথে ৭৭০টি ল্যাট্রিন ও ৮৪৯টি গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬,৮০০টি পরিবারভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: গত প্রান্তিকে ১৫৩টি ইউনিয়নে ফুটবল প্রতিযোগিতা, শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের দৌড় প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, গান এবং অভিভাবকদের জন্য বালিশ খেলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে ২০১ জন সদস্য ৫৭,৬০৩ টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। এ পর্যন্ত ১,৩৪৫ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ১.৭০ কোটি টাকা অনুদান ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৯টি ইউনিয়নে ১৯৮ জন ভিক্ষুক পুনর্বাসনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১৯০ জন পুনর্বাসিত হয়েছেন। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১,০১৫ জন উদ্যমী সদস্যের পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা নিয়মিত আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

'সামাজিক উন্নয়ন অংশী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে অন্তর্ভুক্তি: পরিচালনা পর্ষদের ২১২তম সভায় ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন এবং যমযম বাংলাদেশ-কে পিকেএসএফ-এর 'সামাজিক উন্নয়ন অংশী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন গাজীপুর জেলার হালডোবা রাজেন্দ্রপুর এলাকায় মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা কার্যক্রম এবং যমযম বাংলাদেশ সিলেট শহরে বিভিন্ন বস্তির শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

BEFTN পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণে চুক্তি স্বাক্ষর

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ঋণ বিতরণ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ও সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ আগারগাঁও শাখার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জনাব গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ এবং জনাব এ. বি. এমডি সাইফুর রহমান, সিনিয়র সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড হেড অব ব্রাঞ্চ, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, আগারগাঁও শাখা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ, জনাব বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), জনাব এম.এ.মতিন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইটি) চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

বিগত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ২০০টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম, এমপি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, বর্তমান সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার বিকাশ ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকবিস্তৃত কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য পিকেএসএফ ধন্যবাদ প্রাপ্তির দাবিদার বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণকে সাম্প্রতিক সময়ের দেশের অন্যতম বড় অর্জন আখ্যা দিয়ে বিশেষ অতিথি জনাব শাহরিয়ার আলম বলেন, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপযোগী কাজের প্রচলন এবং বিভিন্ন ধরনের চাহিদামাফিক ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানের মাধ্যমে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, সংবিধান ও বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনাসমূহকে ধারণ করে পিকেএসএফ তার কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে, টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূর করে দেশকে বিশ্বের সামনে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগসমূহে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে পিকেএসএফ।

স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ আবদুল করিম দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে গৃহীত পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে ২৭৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১.৩০ কোটি পরিবারকে আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে পিকেএসএফ।

দিনের প্রথম অধিবেশনে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সমৃদ্ধি বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এই অধিবেশনে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি: অর্জন ও অভিজ্ঞতা' শীর্ষক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি অ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন বিরতিতে গণসমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ-এর আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সহযোগী সংস্থা এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)-এর উদ্যোগে জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার বড়তারা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ৩,৫০০ অভিভাবকের অংশগ্রহণে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাম্মেল হক, জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ ও মহাব্যবস্থাপক জনাব হাসনা হেনা খান।

স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও অনুষ্ঠানে **এসো, জাকস ফাউন্ডেশন** ও **জেআরডিএম**-এর নির্বাহী পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অভিভাবকদের আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। সবশেষে রাজশাহী নাট্যদলের অংশগ্রহণে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক নাটিকা ও জারি গান পরিবেশিত হয়।

এছাড়া, বাল্যবিবাহ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে নিয়মিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন ও সমাবেশ-এর আয়োজন করা হচ্ছে। ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ

ভবনে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০টি ইউনিয়নের ২০ জন সমন্বয়কারী ও ২০ জন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তাকে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'সামাজিক ও আইনগত দায়বদ্ধতা' শীর্ষক দুই দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ।

প্রশিক্ষণে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর বিবিধ ধারা ও শাস্তির বিধান স্পষ্ট করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রান্তিক পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এছাড়া সমতা ও বৈষম্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসাধারণের করণীয়, পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার, সালিশি পরিষদ ও গ্রাম আদালতের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু, কিশোর ও তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ গৃহীত 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মশালা

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে কর্মসূচিভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধান ও ফোকাল পারসনগণের অংশগ্রহণে পিকেএসএফ মিলনায়তনে দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। আগামী জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮ এবং দিশারী আদলে গৃহীতব্য যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে কর্মশালা দু'টিতে মতবিনিময় করা হয়।

কর্মশালা দু'টির প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। প্রথম দিনের কর্মশালায় ইথিক্স ক্লাব বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি জনাব আসাদ চৌধুরী। দ্বিতীয় দিনের ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর পক্ষ থেকে দেশে বর্তমানে যৌন ও শিশু নির্যাতনের স্বরূপ ও তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়। কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ক কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এইচ.এম. আব্দুল কাইয়ুম।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম

জানুয়ারি–মার্চ ২০১৮ সময়ে সারাদেশে কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, ছবি আঁকা, হস্তলিপি, রচনা, গণিত, বই পড়া, কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও গল্প বলা-লেখা, বিতর্ক, রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, লোকসঙ্গীত ও আঞ্চলিক সঙ্গীত,

অভিনয় ও নৃত্য বিষয়ে প্রায় ৩৫০টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা নিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রায় ৪৫০টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আয়োজন করা হয়েছে বসন্ত উৎসব, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী মেলা। সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছে।

সোপিরেট গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মজু চৌধুরীর হাট সংলগ্ন চর রমণীমোহন এলাকার মেঘনা বেড়ীবাঁধের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে নিয়ে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক শিশু অংশগ্রহণ করে।

মুক্তি কক্সবাজার

বিগত ৩০ মার্চ ২০১৮ কক্সবাজার জেলায় লোকজ উৎসব ১৪২৪-এর আয়োজন করে। কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরীর শহীদ দৌলত ময়দানে অনুষ্ঠিত উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ মাহিদুর রহমান।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

২০-২১ মার্চ যশোরের চৌগাছায় আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। প্রতিযোগিতা শুরু হবার পূর্বে প্রতিযোগীবৃন্দ মাদক ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করে। এতে অংশ নেয় উপজেলার আটটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। চূড়ান্ত খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইবাদত হোসেন।

পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী বিগত ২৩ মার্চ ২০১৮ জিরাবো জয়গুননেছা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় "জঙ্গিবাদ নয়, শারীরিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা" শিরোনামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসার ছাত্ররা অংক দৌড়, বিস্কুট দৌড়, মোরগ লড়াই, ১০০ মিটার দৌড় ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে।

দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা

নওগাঁ সদর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়নের ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করে। এতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল তুলসীগঙ্গা নদীতে হাঁস খেলা এবং প্রবীণদের দৌড় প্রতিযোগিতা।

প্রত্যাশী বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাদক ও ইয়াবা বিরোধী সচেতনতামূলক র‍্যালি আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আবুল কালাম।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৫২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩৭টি জেলার মোট ৭৮টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংস্থাগুলো বর্তমানে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে ১.৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে কাজ করছে। মার্চ ২০১৮ হতে নতুন ২২টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে, ফলে বর্তমানে ১০০টি ইউনিয়ন এই কর্মসূচির আওতায় এসেছে।

কমিটি গঠন ও মাসিক সভা

প্রবীণদের সামাজিক সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্ধারিত ৭৮টি ইউনিয়নে প্রবীণদেরকে নিয়ে ১৩৬০টি গ্রাম কমিটি, ৬৮০টি ওয়ার্ড কমিটি এবং ৭৮টি ইউনিয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতি মাসে প্রবীণ কমিটিসমূহের নির্ধারিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবীণ কমিটির প্রশিক্ষণ

ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে গঠিত প্রবীণ কমিটিগুলোকে কর্মসূচি বিষয়ে ধারণা প্রদান, কমিটিগুলোর দায়-দায়িত্ব, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোয় স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড, নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সহায়তা

শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসহায় এবং নাজুক প্রবীণদের ‘বিশেষ সহায়তা’ হিসেবে গত প্রান্তিকে ৯৫ জনকে ছাতা, ৪০ জনকে ওয়াকিং স্টিক, ১২০ জনকে কমোড চেয়ার, ৩০৫ জনকে কম্বল এবং ৪১২ জনকে চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণপোষণ

শারীরিক ও আর্থিকভাবে একজন অসহায় ও নিঃস্ব প্রবীণকে মাসিক ৪,০০০ টাকা প্রদান করে নিজ আয়োজনে বা আগ্রহী পরিবারের সাথে পারিবারিক পরিবেশে রেখে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ২৬টি ইউনিয়নের ২৬ জন অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা

প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০ জন অসচ্ছল প্রবীণকে মাসিক ৬০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দেয়া হয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা।

মৃতের সৎকারে অর্থ প্রদান

কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র এবং নিঃস্ব প্রবীণগণের মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অংশ হিসেবে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ২০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র

কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ চালু রয়েছে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১৯টি ইউনিয়নে সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আটটি ইউনিয়নে কেন্দ্রের জমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে, ৩৩টি ইউনিয়নে কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি পাওয়া গেছে।

প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা

কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদেরকে সমাজে বিভিন্ন ইতিবাচক অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা থেকে নির্বাচিত ৩১০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা এবং ১৩০ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ

শারীরিকভাবে সক্ষম এবং উদ্যোগী প্রবীণদের জন্য কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকে প্রবীণগণ নিজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবারেও অবদান রাখতে পারে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১২১০ জনকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস) বিগত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়ার গোয়ালন্দ প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। সহযোগী সংস্থা **রিক**-এর আয়োজনে পিরোজপুর এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের

প্রবীণ নারীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ নারী, প্রবীণ নেতৃবৃন্দ, পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

পিকেএসএফ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ইনোভেশন টীম জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আয়োজিত চারটি সভায় যোগদান করে। সভায় তারা পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড সকলকে অবহিত করেন। বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইনোভেশন ধারণার ‘শো-কেসিং’ করা হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ‘প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ: নাগরিক সেবায় পিকেএসএফ-এর নবতর উদ্যোগ’ শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য উক্ত ধারণার বিষয়ে একটি সার-সংক্ষেপ জমা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী প্রকল্প (বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে স্টাফ হাজিরা এবং নিয়োগ প্রার্থীগণ সরাসরি পিকেএসএফ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনও জমা দেয়া হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত ইনোভেশন সংক্রান্ত সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) অংশগ্রহণ করেন।

- বিগত ৩–৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মৌলভীবাজার জেলার সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর সমৃদ্ধি ও লিফ্ট কর্মসূচি পরিদর্শন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কুচিয়া চাষ, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও টার্কি পালন এবং নাগা মরিচ, ঝুমকা বেগুন চাষ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন ও টার্কী মুরগির ডিম ফোটানোর জন্য ইনকিউবেটর উদ্বোধন করেন। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান, ফুটবল টুর্নামেন্ট, ঋণ কার্যক্রমের সমিতি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের উঠান বৈঠক, সমৃদ্ধ বাড়ি ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর সমৃদ্ধি কেন্দ্র উদ্বোধন ও উন্নয়নে যুব সমাজ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ পরিদর্শন, প্রবীণ সমাবেশে অংশগ্রহণ, মণিপুরী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় বিগত ১২–১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৩টি সহযোগী সংস্থা **রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), ডাক দিয়ে যাই** ও **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)** পরিদর্শন করেন। তিনি পিরোজপুর সদর উপজেলায় **রিক** এবং **ডাক দিয়ে যাই** সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রবীণ এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি জেলাসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন, শীতবস্ত্র বিতরণ ও পাখির অভয়াশ্রম উদ্বোধন, উন্নয়ন মেলা, প্রবীণ সমাবেশ, আলোচনা সভা, কর্মী সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে তিনি ঢাকা জেলার সহযোগী সংস্থা **সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)** পরিদর্শন করেন। তিনি LIFT কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন বেদে জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন শীর্ষক উদ্যোগ এবং সংস্থার প্রধান ভবন উদ্বোধন করেন। তিনি LIFT উদ্যোগের আওতায় স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্র, বেদে পল্লী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আলোচনা সভা এবং সংস্থার ইউনিট অফিস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনসমূহে দেশের স্বনামধন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

ড. আহমদ বিগত ৬–৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ কিশোরগঞ্জ জেলার সহযোগী **সংস্থা পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)** পরিদর্শন করেন। তিনি ভৈরব উপজেলায় ছনছাড়া এতিমখানা মাঠে কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩২টি সংগঠন/ক্লাব নিয়ে অনুষ্ঠিত ৪৮তম ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ভৈরব উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন ও প্রবীণদের সম্মাননা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের।

তিনি ৭–১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামের সহযোগী সংস্থা **আইডিএফ** ও **মমতা** পরিদর্শন করেন। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলা উদ্বোধন, কর্মী সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান সভাপতি মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রতিনিধিগণ হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ নেত্রকোণা জেলার সহযোগী সংস্থা **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি** আয়োজিত যুব ব্যাডমিন্টন ও যুব ভলিবল প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি ও পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) এবং প্রফেসর ড. জাহেদা আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বিগত ৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার সহযোগী সংস্থা **দিশা**'র আয়োজনে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নে ৩টি কলেজ ও ৫টি স্কুলের প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতা ও তামাকের বিকল্প চাষে সচেতনতামূলক র‍্যালী উপভোগ করেন।

১১–১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে তিনি কুষ্টিয়া জেলার সহযোগী সংস্থা **দিশা**, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**, চুয়াডাঙ্গায় **আরআরএফ** এবং পাবনা জেলায় **নিউ এরা ফাউন্ডেশন** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থাসমূহের সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও গ্রামীণ

তিনি ১৯ মার্চ ২০১৮
উপজেলার উজানধল গ্রামে
সংস্থা **টিএমএসএস** আয়োজি
করিম স্মৃতি যাদুঘরের ভিত্তিপ্র
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছি
পরিচালক জনাব মোঃ আবদু
(প্রশাসন) তাঁদের সফরসঙ্গী

- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপ
করিম বিগত ১২–১৪ জ
সহযোগী সংস্থা **ঘাসফুল**
হাটহাজারী উপজেলা
আয়োজিত বয়স্কভাতা, অস
সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে
ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেখল ও
ভাতা ও বিশেষ সহায়তা
৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উ
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৫–১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
সহযোগী সংস্থা **মুক্তি কক্সব**
ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন
সহায়তা কার্যক্রমের অ
স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য স
করেন। তিনি উন্নয়নে যুব
স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন করে

২১–২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তা
আইডিএফ-এর কার্যক্রম প
হালদা নদীর সত্তার ঘাট এল

বিগত ২–৪ মার্চ ২০১৮ তারি
দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা-এর কার্য
প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কায
প্রস্তাবিত ভেড়া খামার এব
বাতি পরিদর্শন করেন।

তিনি গভীর নলকূপ ও বাতি
জন্য নির্মিতব্য সামাজিক
এরপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক
প্রস্তুতিমূলক মাঠমহড়া, পি
প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতি

তিনি ৩০–৩১ মার্চ ২০১৮
আদ্-দীন ওয়েলফেয়ার সেন্
সংস্থা আয়োজিত সমন্বিত
কর্মী সম্মেলনে যোগদান কর

া পরিদর্শন

ান মেলা উদ্বোধন করেন।

খে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই
্ আবদুল বসতভিটায় সহযোগী
এক অনুষ্ঠানে বাউল শাহ্ আবদুল
স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ
ম পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা
রিম। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
লেন।

পরিচালক **জনাব মোঃ আবদুল**
রি ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামের
মমতা পরিদর্শন করেন। তিনি
দ অডিটোরিয়ামে **ঘাসফুল**
প্রবীণ ভরণ-পোষণ ও বিশেষ
ান অতিথি হিসেবে উপস্থিত
মানমর্দন ইউনিয়নের প্রবীণদের
ান করা হয়। তিনি **মমতা**'র
পন, বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান

রিখে তিনি কক্সবাজার জেলার
র-এর কার্যক্রমভুক্ত চৌফলদন্ডী
সময় সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা
ায় পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র,
নতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন
জ কার্যক্রমভুক্ত বেগম রোকেয়া

খ তিনি চট্টগ্রামস্থ সহযোগী সংস্থা
র্শন করেন। সংস্থার উদ্যোগে
য় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

তিনি হাতিয়াস্থ সহযোগী সংস্থা
পরিদর্শন করেন। তিনি কৃষি ও
া, সমৃদ্ধি গ্রাম, সমৃদ্ধি কেন্দ্র,
জেলেদের জন্য স্থাপিত সংকেত

উদ্বোধন করেন এবং প্রবীণদের
দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
র্মসূচির আওতাভুক্ত দুর্যোগপূর্ব
উৎসব ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রিখে যশোরের সহযোগী সংস্থা
পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি
ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বার্ষিক
।

- বিগত ২–৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বরগুনা জেলার সহযোগী সংস্থা **সংগ্রাম** পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গৃহায়ণ প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে গৃহ নির্মাণ চেক বিতরণ করেন এবং সম্মাননাপ্রাপ্ত সদস্যের সফল আইজিএ এবং সংস্থার বরগুনা সদর শাখার কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন করেন। তিনি বাঁশবুনিয়া মহিলা সমিতি, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, লাউপাড়া ও কলাপাড়া শাখা, আশার আলো প্রতিবন্ধী সংগঠন ও শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এরপর সামাজিক কেন্দ্রের উদ্বোধন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যের বাড়ি এবং তার আইজিএ পরিদর্শন ও হাড়িটানা শাখা ভবন উদ্বোধন করেন। তিনি পাথরঘাটা ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- ১–২ জানুয়ারি ২০১৮ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন রাজবাড়ী জেলার সহযোগী সংস্থা **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সদর উপজেলাধীন খানখানাপুর ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি উদ্বোধন, সেফ হোম কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং দৌলতদিয়া ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে যশোরস্থ সহযোগী সংস্থা **আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার** পরিচালিত LIFT কর্মসূচিভুক্ত ছাগলের ব্রিডিং খামার এবং দেশের একমাত্র পিটুইটারী গ্লান্ড প্রসেসিং সেন্টার ইউনাইটেড এগ্রো ফিশারীজ ল্যাব পরিদর্শন করেন। এরপর **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন**-এর কর্মসূচি বিষয়ক উপস্থাপনা এবং সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে মতবিনিময় করেন।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ২৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার নারিশা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ২৮–৩১ মার্চ ২০১৮ সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর বরগুনা জেলার সদর উপজেলার আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নে সমৃদ্ধিভুক্ত কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি একজন পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যের বাড়ি, যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। এরপর **কোডেক** কর্তৃক বাস্তবায়িত বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **পল্লী প্রগতি সমিতি** আয়োজিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন মেলা, মতবিনিময় সভা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর জৈনকাঠি ইউনিয়নের উত্তর সেহাকাঠী গ্রামে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন এবং তালবাড়িয়া গ্রামে একটি আদর্শ সমৃদ্ধ বাড়ির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ বিগত ৯-১১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বগুড়াস্থ **টিএমএসএস** এবং নীলফামারীস্থ **শার্প**-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **টিএমএসএস** আয়োজিত ছাগল বিতরণ কার্যক্রম ও ড্রাইভিং-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের কার্যক্রমসহ ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ক্লাব ও কিশোরী ক্লাব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়, SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং **শার্প**-এর ইশারা স্কুল কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি ৩০ জানুয়ারি–০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ যশোরের সহযোগী সংস্থা **বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন, আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন** এবং **নবলোক পরিষদ** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা ৪টির সমৃদ্ধি কার্যক্রম এবং কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং LIFT কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি নেহালপুর ইউনিয়নে প্রবীণদের সম্মাননা ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। এরপর সমৃদ্ধ বাড়ি পরিদর্শন, সম্ভাবনাময় টার্কি পালন, বসতবাড়িতে বছরব্যাপী শাকসবজি চাষ, কেঁচো সার প্রদর্শন, লেয়ার মুরগি পালন, কুচিয়া মোটাতাজাকরণ ও প্রজনন প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম, কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষ এবং পাড়ে সবজি চাষ, হাইড্রোপনিক ফডার উৎপাদন, ছাগল ও গাভি পালন, কোকো ডাস্ট ব্যবহার করে চারা উৎপাদন কার্যক্রম, ছাগলের বিড্রিং খামার পরিদর্শন করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে তিনি কুষ্টিয়া জেলার সহযোগী সংস্থা **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা** বাস্তবায়িত **তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি** শীর্ষক কার্যক্রম এবং সমৃদ্ধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে তামাকের বিকল্প বেগুন, রসুন ও ক্ষীরা চাষ এবং টার্কি পালন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম

উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহযোগিতায় পিকেএসএফ ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, সদস্যদের আত্মবিশ্বাস তৈরি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

অতিদরিদ্র সদস্যদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা এবং সম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যা সদস্যদের দারিদ্র হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি অতিদরিদ্র সদস্যদের টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্থিক সক্ষমতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথা শারীরিক সক্ষমতা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে কাজ করছে। বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের ১,৭২৪টি ইউনিয়নে ৩.২৫ লক্ষ অতিদরিদ্র সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুঁকি তহবিল প্রদান

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হলো ঝুঁকি তহবিলের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান। পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু, মারাত্মক দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধি, প্রতিবন্ধিতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র পরিবারকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী সদস্য অথবা প্রতিবন্ধী সদস্য বিদ্যমান এমন পরিবারের নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ঝুঁকি তহবিল সহায়তা করে।

টিএমএসএস ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় বিগত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বগুড়ায় ৩০০ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে ৬০০ ছাগল বিতরণ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ), পিকেএসএফ। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, **টিএমএসএস**।

স্বপ্ন কিশোরীর মোড়ক উন্মোচন

বিগত ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি**, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর উদ্যোগে কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রমভিত্তিক প্রকাশনা স্বপ্ন কিশোরী-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিব হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও টীম লিডার, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প ড. এ কে এম নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে চাহিদাতাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় বিগত মে ২০১৫ হতে পিকেএসএফ কর্তৃক Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ৯৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার মধ্যে ১৯৯ জন নারী এবং ৭৪৮ জন পুরুষ।

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ১২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে SEIP-এর নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জালাল আহমেদ, সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) জনাব সৈয়দ নাসির এরশাদ এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপমহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ, SEIP পরিচালিত ইউসেপ বাংলাদেশের রাজশাহীস্থ কারিগরি স্কুলে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জনাব জালাল আহমেদ ইউসেপ বাংলাদেশ পরিচালিত সার্বিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

গবেষণা কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ বর্তমানে তিনটি গবেষণা পরিচালনা করছে:

- A Baseline Study on Sustainable Livelihood and Inclusive Development of Beady Community in Savar Upazila শীর্ষক গবেষণা পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

  গবেষণাটি জুলাই ২০১৭ সময়কালে আরম্ভ হয়েছে এবং জুন ২০১৮ নাগাদ তা সম্পন্ন হবে।

- Impact of ENRICH: An Integrated Approach to Poverty Alleviation and Development in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা নভেম্বর ২০১৭ সময়কালে আরম্ভ হয়েছে এবং ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

- Rural Unemployment in Bangladesh শীর্ষক একটি গবেষণা পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ এবং ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিক্স যৌথভাবে পরিচালনা করছে। আগস্ট ২০১৭-এ শুরু হওয়া এই গবেষণার প্রাথমিক প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাত উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় ২,৪৬,০৪৯ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সহায়তা পাচ্ছেন।

নতুন উপ-প্রকল্প

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে ৭টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী কাঁকড়া চাষ উপ-খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে **কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি** শীর্ষক ৫টি পৃথক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। উপ-প্রকল্পসমূহের আওতায় ভোলা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলার ১৭,০০০ চাষী কাঁকড়া চাষ ও বিপণনে নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি সহযোগী সংস্থা **উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)**-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার ২,০১০ দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনকারী এর মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

যশোর শহরকেন্দ্রিক বিকাশমান মোটরগাড়ি মেরামত শিল্পের উন্নয়নে **ক্ষুদ্র মোটরগাড়ি শিল্পের উন্নয়ন** শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় যশোর সদর উপজেলার ৯,০০০ উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকর্মী নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা পাবেন। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)**।

প্রযুক্তি স্থানান্তর

বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের প্রযুক্তিগত সমস্যা নিরসনে PACE প্রকল্প হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাতে ১৭টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি, উৎপাদিত সবজির গুণগত মান বজায় রেখে সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে **সবজি সংরক্ষণাগারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ** শীর্ষক একটি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)**-এর মাধ্যমে এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

- জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ শীর্ষক দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ৫০ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টিতে অংশগ্রহণ করেন।
- ব্যবসা/সেক্টর পলিসি বিশ্লেষণ ও এ্যাডভোকেসি শীর্ষক দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ৪০ জন কর্মকর্তা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।
- ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে ১,১১৯ জন উদ্যোক্তাকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, গত প্রান্তিকে চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোর ও বগুড়া অঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে ৪টি আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালাসমূহে ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর

কোরিয়ান অনুদান তহবিল ব্যবহার করে PACE প্রকল্পের আওতায় ই-প্ল্যাটফরম স্থাপনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিগত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে দু'টি তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান MARS Solutions Ltd ও Ethics Advanced Technology Ltd. (EATL)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। পিকেএসএফ-এর পক্ষে চুক্তি দু'টিতে স্বাক্ষর করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণন ও ব্র্যান্ডিং-এর জন্য এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, শিক্ষণীয় বিষয় ও ডকুমেন্ট অনলাইনে আদান-প্রদানের জন্য এই ই-প্ল্যাটফরম ব্যবহৃত হবে।

গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন শীর্ষক সেমিনার

বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে **গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন** শীর্ষক এক সেমিনার পিপেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮ (সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) ও ১০ (আন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা) এর ওপর দুইটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খুলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বক্তব্য রাখেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব কে.এম আবদুস সালাম। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কে মুজেরি ও ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিক্স-এর শিক্ষক ড. তৌহীদ রেজা নুর।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, দেশে অসমতা ক্রমেই বাড়ছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সুযোগের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভাবতে হবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে।

জনাব মোঃ আবদুল করিম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে আশা প্রকাশ করে বলেন, পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে গঠিত People's Voice: Strengthening SDG Implementation in Bangladesh এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান, পিকেএসএফ-এর সকল কর্মসূচি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিন্যাস করা হয়েছে।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, এসডিজির লক্ষ্য হলো ১৬৯টি। সরকার প্রাথমিকভাবে ৩৯টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও এসডিজির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়েছে।

ড. মোস্তফা কে মুজেরি বলেন, এসডিজির ১০ নম্বর অভীষ্ট হল, সবক্ষেত্রে বৈষম্য ও অসমতা দূর করা। আমাদেরকে সুযোগের অসমতা দূর করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, দেশে বৈষম্য বাড়ছে। আর এই বৈষম্য বহুমাত্রিক।

ড. তৌহীদ রেজা নূর তাঁর প্রবন্ধে বলেন, টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে স্থিতিশীল কর্মসংস্থান ও পরিপূর্ণ কর্মপরিবেশ। তিনি বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের নানা দিক তুলে ধরেন।

প্রবন্ধ দু'টির ওপর আলোচনা করেন এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম। অসমতা দূর করার জন্য সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসডিজির লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এনজিওসমূহ তাদের কাজের বিন্যাস ঘটাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সাজাতে হবে। পিছিয়ে-পড়া মানুষদের নিয়ে ভাবতে হবে। বাস্তবভিত্তিক ও মানুষকেন্দ্রিক কর্মসূচি নিতে হবে এবং একই সাথে টেকসই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য নৈতিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে **লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি) বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প** পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী ৫টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে মোট ১২২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের প্রায় ৯৪%। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় মোট ২২৫টি পরিবার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে নতুন বাড়ি নির্মাণের পাশাপাশি বিদ্যমান ঘর মেরামত ও সম্প্রসারণ করে উন্নত জীবনযাপন করছে। নতুন পরিকল্পিত এই আর্থিক সেবা প্রাপ্তির নীতিমালা অনুসারে সকল ঋণ গ্রহীতাই ব্যাংক হিসাব খোলাসহ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করছে।

সংস্থাসমূহের ঋণ গ্রহীতাদের তথ্য সঠিক সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য পিএসএসফ কর্তৃক একটি ডাটাবেইজ তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, সংস্থা কর্তৃক সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য একটি এক্সেল-বেইজড সফ্টওয়্যার সংস্থাসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তপক্ষ (জাগৃক) এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে আয়োজিত সমন্বয় সভায় পিকেএসএফ অংশগ্রহণ করেছে। প্রকল্পের ক্রয়-পরিকল্পনা পরিমার্জন করে বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন হালনাগাদ করে সহযোগী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। Interim Unaudited Financial Report (IUFR) এবং অডিট রিপোর্ট যথাসময়ে বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৬-২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক মিশনের Aide-Memoire-এ পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মান ও অগ্রগতিকে সন্তোষজনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার চাকুরেদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখার তত্ত্বাবধানে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ প্রান্তিকে মূলস্রোত এবং প্রকল্পের আওতায় ৯টি পৃথক মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থার উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের ৫৪৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কোর্সের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩	৩	৫২	৬১	আইএনএম
ঋণ কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১	৪	১৮	১৯	পিকেএসএফ
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	১	৫	২০	২২	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা ব্যবস্থাপক)	৩	৪	৫৯	৬৮	পিকেএসএফ
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ ব্যবস্থাপনা	৫	৪	৮৪	১০৪	আইএনএম পিকেএসএফ
Automation for Accounts and Information Management of MFIs (Microfin 360)	৩	৪	৩১	৬৩	পিকেএসএফ
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা: সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	৫	৫	৪৯	১২৪	ঢাকার বাইরের বিভিন্ন ভেন্যু
Business/Sector Policy Analysis & Advocacy (PACE Project)	২	৫	২৬	৪০	পিকেএসএফ
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	২	৫	১৬	৪৫	আইএনএম
সর্বমোট	২০			৫৪৬	

বাংলাদেশ ব্যাংকের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের 'অফিসার (জেনারেল)' পদের ৭ম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের দুইজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ৬০ জন নবনিযুক্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপেন কুমার সাহা পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ক দু'টি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

E-Learning

পিকেএসএফ এবং BacBon Ltd-এর মধ্যে 'Education Software and e-Learning Contents' বিষয়ে গত বছর স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে **হিসাব ও আর্থিক** ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউলটির ওপর এ্যানিমেশন ভিডিও নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভিডিওটির চূড়ান্ত সম্পাদনা চলছে।

ইন্টার্ন কার্যক্রম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঁচজন শিক্ষার্থী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বর্তমানে পিকেএসএফ-এর Ujjibito প্রকল্পের আওতায় কাজ করছেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সময়কালে পিকেএসএফ-এর ৯৮ জন কর্মকর্তা নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন করেন।

প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Training on 'Necessary Manners in the Workplace'	৬ জানুয়ারি ২০১৮ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
Training on Financial Management	১৪-২৫ জানুয়ারি ২০১৮ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
Leadership and Change Management	২-৩ মার্চ ২০১৮, ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	পিকেএসএফ এবং আইবিএ
Enterprise Management and Promotion of Private Business	৪-৭ মার্চ ২০১৮ পিকেএসএফ ভবন	PACE প্রকল্প
Introduction to SPSS	১৮ মার্চ -৮ এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী
Higher Course on TOT	১৯-২২ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সোসাইটি	বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সোসাইটি

Asian University for Women (AUW)-এর বৃত্তি

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর অনুরোধে সম্প্রতি Asian University for Women (AUW) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমভুক্ত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী কন্যা সন্তানদের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানে সম্মত হয়েছে। এ বৃত্তি প্রাপ্তির সুযোগের বিষয়টি সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে অবহিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) স্বাক্ষরিত একটি পত্র বিগত ৭ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর সকল সক্রিয় সহযোগী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৮ সেশনে মোট ৩৭ জন শিক্ষার্থী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে তাদের বৃত্তি পাওয়ার বিষয়ে পিকেএসএফ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিদেশে প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর ১৫ জন কর্মকর্তা ৭টি ব্যাচে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সময়কালে বিদেশে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেন:

- বিগত ২২-২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদ **সেন্টার ফর এডুকেশন এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিইসিডি)**, ভিয়েতনাম-এর আমন্ত্রণে লাওস এবং ভিয়েতনাম সফর করেন।
- বিগত ২৯ জানুয়ারি-২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপক জনাব রেজানুর রহমান তরফদার **ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (আইটিইসি)**-এর উদ্যোগে ভারতের গুজরাটে আয়োজিত Training on Entrepreneurship for Small Business Trainers/Promoters Programme (ESB-TP) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) জনাব মোঃ রবিউজ্জামান **ক্লাইমেট চেঞ্জ এশিয়া ইনিশিয়েটিভ, দি রিজিওনাল রিসোর্স ফর এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক এ্যাট দি এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি** আয়োজিত Training Programme on Concept Note Development for the Green Climate Fund (GCF) প্রশিক্ষণে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক সফর করেন।
- ৬-৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের **সাউথ এশিয়া মাইক্রো-এন্ট্রেপ্রেনিউর নেটওয়ার্ক (এসএএমএন)** আয়োজিত Regional Seminar on Deepening Financial Inclusion in South Asia বিষয়ক সেমিনারে শ্রীলংকার কলম্বোতে অংশগ্রহণ করেন।
- ১১-২৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ আবুল কাশেম **ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-সার্ভিসেস (আইটিইএস)**, সিঙ্গাপুর আয়োজিত Overseas Pedagogy Training for Bangladeshi TVET Trainers (2nd Phase)-এ অংশগ্রহণ করেন।
- ১৮-২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) জনাব বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, ব্যবস্থাপক জনাব রোকনুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক জনাব কাজী আবুল হাসনাত, সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আরিফুল হক, জনাব জি এম হুমায়ুন আজম, জনাব আব্দুর রশিদ, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম **মাইক্রোফাইন্যান্স ইনোভেশন সেন্টার ফর রিসোর্স এন্ড অলটারনেটিভস (এমএইসিআরএ)**-এর আমন্ত্রণে ইন্দোনেশিয়া সফর করেন।
- বিগত ২৭-২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম লাওস-এর ভিয়েনতিয়েনে ভ্যালু চেইন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট, **হেলভেটাস সুইস ইন্টারকো-অপারেশন** আয়োজিত Seminar on Second Steering Committee Meeting of VCB-N-এ অংশগ্রহণ করেন।

ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্রকল্পের অগ্রগতি

বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ বর্তমানে ২১টি সহযোগী সংস্থার ১৩৮৯টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪৩টি জেলার ২৩৮টি উপজেলায় ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ১,৪৮,০১১টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

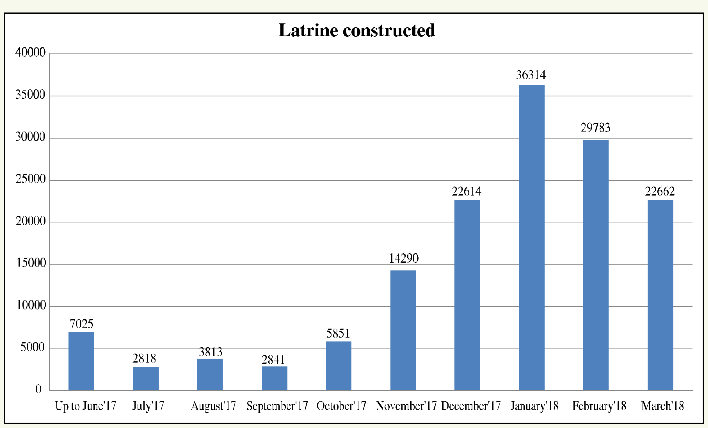

বিগত ১০ হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ বিশ্বব্যাংকের উচ্চতর সাপোর্ট মিশন প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা প্রকল্প এলাকা চট্টগ্রামের **ইপসা** ও **প্রত্যাশী**র স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মিশন প্রতিনিধি দল প্রকল্পটির পরিকল্পিত ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৯৭৯৭.৫৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৯৭৩৪৭.৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩১ ভাগ। নিচে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ.সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ.সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	২১১০৭.৫০	৩২৫৬.০৯
জাগরণ	১২০২২৩.৮৯	১৯৬১৩.২৬
অগ্রসর	৫০৪১২.২০	১৪৪৫৩.৯৯
সাহস	৯৯৬.২০	৩৪২.০০
সুফলন	৭৬৬৮৪.৭০	৫৫৪৫.৪০
কেজিএফ	৬৪২৮.৫০	৭৯৬.৫০
সমৃদ্ধি	৩৩১৮.৭৩	১৯৫২.৫৮
এসডিএল	২৫৫.০০	২৩৯.০০
লিফ্‌ট	১০৮২.২৬	৪৫২.৭৬
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২৮৩৪৩৯.৬৯**	**৪৬৬৬৫.৩২**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৭৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	৭৫.৫০	৭৫.১৬
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	**৭০১.৩২**	**৩০.০০**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৩৯০৭.৮৭**	**৩০২.৪৭**
সর্বমোট	**২৯৭৩৪৭.৫৭**	**৪৬৯৬৭.৭৮**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ.সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ.সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৫৮১৮.২০	৬১৫৭.৩০
অগ্রসর	৪৪৬৭.৩০	৪৯৫১.০০
বুনিয়াদ	১৩৮৫.০০	১৩৫৪.০০
সুফলন	৫৩৩৫.৫০	৫৫০৪.৩০
সাহস	৬৪.০০	৮৭.০০
স্যানিটেশন	০.০০	৭৫.০০
কেজিএফ	৯২৪.৫০	৭৪৮.৫০
লিফট	১৯.২০	২৩০.১৫
সমৃদ্ধি	৫১৭.৭০	৬৩৬.৮০
পেইজ-প্রারম্ভিক পুঁজি	০.০০	০.০০
এসএল–এমই	০.০০	১০.০০
এলআইসিএইচএসপি	০.০০	৪৩.৫০
মোট	**১৮৫৩১.৪০**	**১৯৭৯৭.৫৫**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৭ – ১৮ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ২৬০.৫৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২৮৭৩.৬৮ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৭।

জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৩৯.৪২ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১০.২৮ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৯৬ জনই মহিলা।

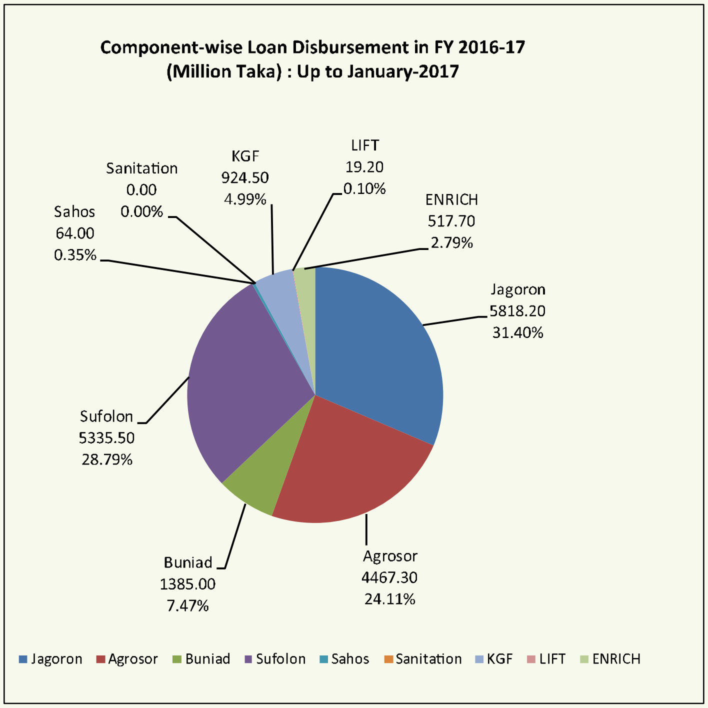

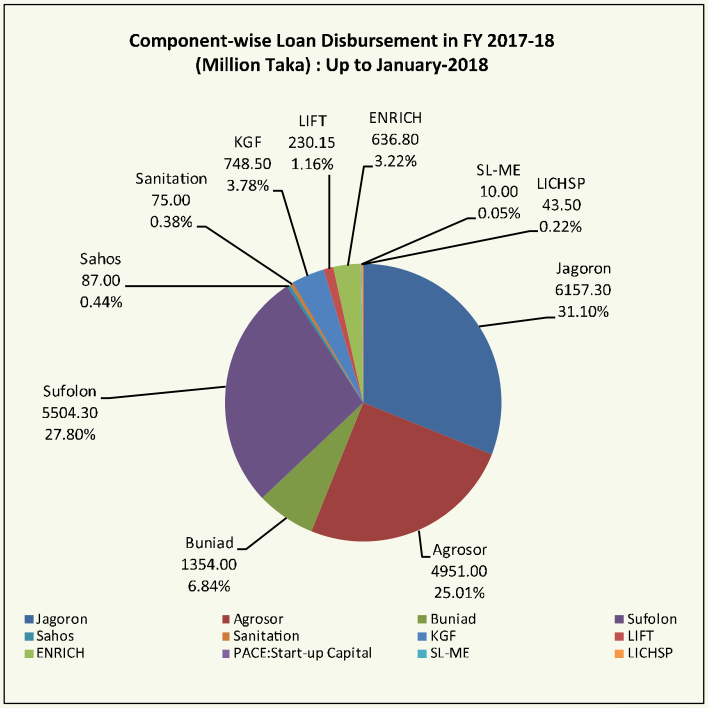

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় তিন দশক ধরে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ. নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	:	জনাব মোঃ আবদুল করিম
		ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য	:	সুহাস শংকর চৌধুরী
		শারমিন মৃধা
		সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

হাওরবাসীদের উন্নয়নে অনুষ্ঠিত সম্মেলন

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত হাওর অঞ্চলে বসবাসরত পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কর্মকৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর আয়োজনে ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলায় দিনব্যাপী হাওর সম্মেলন-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল **সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা।**

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ও সুনামগঞ্জ জেলার সাংসদবৃন্দ।

সম্মেলনে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তবে বৈষম্য বাড়ছে। বৈষম্য না কমিয়ে কখনোই টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে না। উন্নয়ন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনবান্ধব নীতি উন্নয়নের জন্য আবশ্যক। তিনি বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা, মানুষের চাহিদা, রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সরকারি নীতিমালা ইত্যাদি পরিপূর্ণ বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ তার কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে এবং মানুষকে কেন্দ্র করে সমন্বিতভাবে তা বাস্তবায়ন করে। তাই পিকেএসএফ হাওর অঞ্চলে কাজের পরিধি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে এবং মানবকেন্দ্রিক কাজ নিয়ে হাওরবাসীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রধান অতিথি জনাব এম এ মান্নান বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ আছে, তবে অভাব শুধু যথাযথ ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় এবং সময় অনুযায়ী পদক্ষেপের। সরকারি উদ্যোগের সুফল জনগণ পাচ্ছে এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তা আরও বেগবান করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প নেয়ার বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছার কথা উল্লেখ করে তিনি সরকারি বেসরকারি সকল উদ্যোগ সমন্বিতভাবে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, হাওর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্য খুবই সীমিত এবং বছরব্যাপী নিয়মিত আয়ের সুযোগ কম, যার ফলে হাওরবাসী দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তিনি হাওরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে হাওরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহের ওপর দুটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর পরিচালক (জলাভূমি) ড. মোঃ রুহুল আমিন।

দিনের দ্বিতীয় পর্বে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কারিগরি অধিবেশনে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। জনাব জাকির আহাম্মদ খান, হেড অব আরবান প্রোগ্রাম, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, বাংলাদেশ, জনাব কে.এ.এম. মোরশেদ, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি, টেকনোলজি ও পার্টনারশিপ, ব্র্যাক এবং জনাব ইকবাল আহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র তাঁদের প্রবন্ধে হাওর অঞ্চলে তাঁদের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ, হাওর অঞ্চলের ওপর একটি বিশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এই অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব জিয়াউল হক মুক্তা, সাধারণ সম্পাদক, ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুডস, জনাব একেএম মাজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং ড. এম. মোখলেছুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ। কারিগরি অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।